بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"জামাতের প্রতিটি সদস্যের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, খোদাতাআলা তোমার সেবার মুখাপেক্ষী নন, না তোমার সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন এবং না তোমার ত্যাগের তাঁর কোন প্রয়োজন আছে। তিনি যখন এই সিলসিলা গঠন করেছেন তখন এটির পরিচালনারও তিনি ব্যবস্থা করবেন। তোমার যদি কোন সেবার সুযোগ হয় সেটিকে খোদার কৃপা মনে করে করো।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন হতে প্রদত্ত ৮ই জানুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর একটি ঐশীবাণী হয় যে,- لا اله الا انا فاتخذنی وکیلا অর্থাৎ আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমাকেই নিজ অভিবাবক মনোনয়ন কর।' অতএব এই ঐশীবাণীতে খোদাতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে এই সান্ত্বনাও প্রদান করে দেন যে, তোমাকে আর কোনও দিকে দেখার প্রয়োজন নেই। তোমার সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকারী আমিই। তোমার কাজগুলিকে প্রসারতা দানও আমিই করবো। আমিই তোমার ঐ সমস্ত কাজগুলির তত্ত্বাবধায়ক হবো এবং আমিই সেই কাজগুলির জন্য পুঁজির যোগানকারী হবো। যখন তুমি আমাকে নিজের উপাস্য নির্ধারণ করেছ এবং যেহেতু আমি তোমাকে ধর্মের প্রচারের জন্য দাঁড় করিয়েছি তবে কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা করার বা অস্থির হওয়ার তোমার প্রয়োজন নেই আমিই তোমার সমস্ত কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা রাখি এবং সম্পাদন করবো। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং এর সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে অর্থাৎ আমিই আছি যে প্রত্যেক কাজের তত্ত্বাবধায়ক। আল্লাহতাআলা বলেন,- সুতরাং তুমি আমাকেই কার্যনির্বাহক বা তত্ত্বাবধায়ক মনে করো এবং অপরকে তোমার কোন কর্মে অংশীদারিতা আছে বলে মনে করো না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- এই ঐশীবাণী হতে আমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং আমার হৃদয় কম্পিত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহতাআলার দৃষ্টিতে আমার জামাতের নাম নেওয়াও খোদাতাআলা উপযুক্ত মনে করেন না। তিনি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে,- এই ইলহাম এমন যে জামাতের প্রতিটি সদস্যের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, খোদাতাআলা তোমার সেবার মুখাপেক্ষী নন, তোমার সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না, এবং না তোমার ত্যাগের তাঁর কোন প্রয়োজন আছে। তিনি যখন এই সিলসিলা গঠন করেছেন তখন এটির পরিচালনারও তিনি ব্যবস্থা করবেন। তিনি (আঃ) জামাতের সদস্যবৃন্দকে বলেন যে,- তোমার যদি কোন সেবার সুযোগ হয় সেটিকে খোদার কৃপা মনে করে করো। অতএব তাঁর (আঃ) এর কথাকে জামাতের সদস্যরা অনুধাবন করে ও আল্লাহতাআলার কৃপাগুলিকে শোষণ করার নিমিত্তে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর অভিযানকে সম্পাদন করতে সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহতাআলার সাহায্যের এই দৃশ্য আমরা অদ্যাবধি অবলোকন করছি, খোদাতাআলা আহমদীদের হৃদয়ে ত্যাগের গুরুত্বকে সৃষ্টি করেন এবং তারা অসাধারণ দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন। জামাতের ওসিয়তের একটি ব্যবস্থাপনা আছে, সাধারণ চাঁদার ব্যবস্থা আছে এছাড়া বিভিন্ন তাহরিক বা প্রস্তাবনাও হতে থাকে এবং সদস্যরা তাতে ত্যাগের অসাধারণ আদর্শ স্থাপন করছেন। সেই প্রস্তাবনাগুলি তো স্থায়ী প্রস্তাবনার অন্তর্গত অর্থাৎ তাহরিক এ জদিদ এবং ওয়াকফে জদিদ। জামাতের সদস্যগণ জানেন যে, যখন পাকিস্তানে এটির প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন গ্রামীণ এবং দূরদূরান্তের এলাকাগুলিতে প্রশিক্ষণ ও প্রচারের কাজে দ্রুততা আনয়নের জন্য ওয়াকফে জদিদকে প্রবর্তন করা হয়। এরপর যখন সমগ্র বিশ্বে এটি সার্বজনীন করা হয় তখনও এটির স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। কারুর মাথায় এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে এতগুলি প্রস্তাবনা আছে এর উদ্দেশ্যগুলি কি? এ ব্যাপারে আমি কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে চাই যে, ওয়াকফে জদিদ বিশেষ কিছু দেশে এবং বিশেষ কিছু নির্ধারিত এলাকার জন্য এর অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। পশ্চিমি ও ধনী দেশগুলি হতে ওয়াকফে জদিদের তহবিল হতে চাঁদা গৃহীত হয় সেটি ভারত ও আফ্রিকার সাধারণত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ব্যয় হয় বরং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহঃ) যখন এই প্রস্তাবনাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্যও সাধারণ্যে প্রচলিত করেছিলেন তখন ধনী দেশগুলিতে ওয়াকফে জদিদের প্রচলন করার উদ্দেশ্যই এই ছিল যে ভারত ও কাদিয়ানের যে খরচের অঙ্ক আছে তা ওয়াকফে জদিদের তহবিল হতে পূরণ করা যেতে পারে তথা তাহরিক এ জদিদ দ্বারা যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে যেখানে কেন্দ্র হতে সাহায্যের প্রয়োজন হয় কারণ অর্থ কেন্দ্রে এসে একত্রিত হয় সেখানে এই খরচাদি করা হয়ে থাকে।

ওয়াকফে জদিদের মাধ্যমে বহু পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে গরীব বা অনুন্নত দেশগুলিতে কার্যকরী করা হচ্ছে জানুয়ারীর প্রথম জুমআ বা দ্বিতীয় জুমআয় ওয়াকফে জদিদের নববর্ষের ঘোষণা করা হয়ে থাকে এজন্য আমি ওয়াকফে

জদিদের প্রেক্ষাপটে আজ কথা বলবো এবং এ বছরের নববর্ষের ঘোষণাও করবো এবং বিগত বর্ষের রিপোর্টও উপস্থাপন করবো যেভাবে রীতি আছে।

আল্লাহতাআলার কৃপায় গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৫তে ওয়াকফে জদিদের আটান্ন বছর সম্পূর্ণ হোল এবং এ বছরে খোদাতাআলার কৃপায় ওয়াকফে জদিদ জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার পাউন্ড এর আর্থিক ত্যাগের সৌভাগ্য পায়। এই সংগ্রহ বিগত বছর হতে ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার একশত পঞ্চান্ন পাউন্ড অধিক। এর মধ্যে মোট সংগ্রহের যে এক তৃতীয়াংশ ঐ দেশগুলিতেই খরচ করা হয় অর্থাৎ ঐ সকল গরীব এবং অনুন্নত বা কম উন্নতশীল দেশগুলিতে। অবশিষ্ট দুই ভাগের অর্ধাংশ কাদিয়ান ও ভারতের জামাতগুলিতে ব্যয় করা হয় এবং অর্ধাংশ আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে ব্যয় করা হয়। এ বছর ভারতে এ পর্যন্ত উনিশটি মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং দুটি মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে। এ বছর তেইশটি মিশন হাউস তৈরী হয়েছে। চারটি মিশন হাউস বর্তমানে নির্মাণাধীন আছে। এছাড়া কাদিয়ানে জলসাগাহ্ বা জলসাস্থান এবং বিভিন্ন প্রকল্প অনুযায়ী নির্মাণকার্যে ব্যয় হয়েছে। নেপালেও যা ভারতের আওতাভুক্ত, এখান হতে তামির ও তনফিজ এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এরূপে ভুটানেও এখান হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। যাইহোক নেপালে দুটি স্থায়ী বা পাকাপোক্ত মসজিদ তৈরী হয়েছে এবং অস্থায়ী দুটি শেড নির্মিত হয়েছে।

প্রতিটি স্থানে মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের জন্য বিশেষ দৃষ্টিপ্রদান করা হয়। এছাড়া দুটি আরও যে কাজ হয় যাতে আর্থিক ব্যয় হয়ে থাকে, ভারতে চলতি বছরে প্রশিক্ষণ ক্লাসের ব্যবস্থা হয় এবং বহুল পরিমাণে রিফ্রেসর কোর্স বা স্বল্পমেয়াদী সতেজকারক প্রশিক্ষণব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। বর্তমানে ভারতে যে সমস্ত মোয়াল্লিম কর্মরত কেবল তাদের সংখ্যাই ১১২৭ (এগারশত সাতাশ)। এদের ভাতা, আবাসের ব্যবস্থা এবং যাতায়াত খরচ ইত্যাদি এরূপ বিস্তৃত অর্থব্যয় হয়ে থাকে। আবার আফ্রিকার ২৬টি দেশে বর্তমানে ১২৮৭ (বারশত সাতাশি) স্থানীয় মোয়াল্লিম কর্মরত। গ্রামেগঞ্জে মসজিদ নির্মাণের সাথে সাথে কিছু কিছু জায়গায় মোয়াল্লিমদের বাসস্থানের জন্য কক্ষ বা গৃহও নির্মাণ করতে হয়, এছাড়া যেখানে গৃহ নির্মাণ সম্ভব নয় মোয়াল্লিমদের জন্য, কারণ যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি যে, জামাত যদি কোথাও প্রতিষ্ঠা করতে হয় তখন যেভাবেও হোক মোয়াল্লিম সেখানে প্রেরণ করতে হয় যদিও তাদের সংখ্যা বর্তমানে অতি স্বল্প আমাদের বহু সংখ্যক মোয়াল্লিমের প্রয়োজন কিন্তু যতটা সম্ভব আমাদের চেষ্টা চালানো উচিৎ। তাই যেখানে গৃহনির্মাণ সম্ভব নয় তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে ভাড়ার বাড়ি নিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে আফ্রিকায় উদাহরণস্বরূপ ৩৭২টি এমন জামাত আছে যেখানে ভাড়ার বাড়ি নিয়ে মোয়াল্লিমের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর আফ্রিকায় ১৩০টি মসজিদ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। ৪৭টি মসজিদের কাজ চলছে এবং অধিক ৯৫ টি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনাও আছে এ বছর। এছাড়া আফ্রিকার ১৮টি দেশে ৮২টি মিশন হাউস নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৩টি দেশের একাশিটি মিশন হাউস নির্মাণের কাজ চলছে এছাড়াও আরও মিশন হাউস নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। আফ্রিকায় নবাগত আহমদীদের প্রশিক্ষণের জন্য তরবীয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা এবং স্বল্পমেয়াদী সতেজকারক প্রশিক্ষণব্যবস্থা যা অন্তত: দুই হাজার একশত পঞ্চান্নটি স্থানে সাইঁত্রিশ হাজারের কাছাকাছি তরবিয়তী ক্লাসের কর্মসম্পাদন হয়েছে এবং এতে কমপক্ষে এক লক্ষ নবাগত অংশগ্রহণ করে। ১১৩২জন ইমাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নবাগতদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য এবং তাদেরকে জামাতের দৃঢ় অংশে পরিণত করতে বিভিন্ন দেশে তাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বহু সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র মসজিদের ইমামও বয়াত করেন এবং আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত হন এবং তাঁদেরকে নূতন ভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে এবং সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে অবহিত করতে এরূপ ক্লাস লাগানো হয়। ওয়াকফে জদিদের অন্তর্ভূক্ত সদস্যের সংখ্যা ২০১০ সালে ছিল ছয় লক্ষ। বর্তমানে এ বছর আল্লাহতাআলার কৃপায় এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১২ লক্ষের উর্দ্ধে চলে গেছে কিন্তু এখনও এতে অংশগ্রহণকারীর অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয়তা আছে। কিছু ঘটনাও তাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই।

আমাদের এক মোবাল্লেগ তানজানিয়া হতে লিখেছেন যে,- মাত্র এক মাস পূর্বে এক মহিলা বয়াত করেছিলেন তিনি একটি গ্রামে বসবাস করেন। তাঁকে যখন ওয়াকফে জদিদের কল্যাণপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা বলা হোল তখন তিনি বলেন যে,- এই মুহূর্তে আমার নিকট কোন অর্থ তো নেই, কিন্তু চাঁদা আদায়ের বছর যেহেতু শেষ হতে চলেছে তাই চাঁদার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হতে চাই না তাই একটু অপেক্ষা করুন। তারপর তিনি নিজের গৃহে যান এবং সেখানে কিছু সংখ্যক ডিম ছিল তা নিয়ে বাজারে বিক্রয় করেন এবং দুই হাজার শিলিঙ্গ তার মূল্য পেলে ওয়াকফে জদিদের চাঁদায় তা দান করে চলে যান। এবার দেখুন মাত্র এক মাস পূর্বে জামাতে আহমদীয়ায় আসেন এই মহিলা এবং তিনি এই অনুভূতি পোষণ করেন যে চাঁদা প্রদান করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আবার গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখছেন যে,- একটি গ্রামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি এক বছর ধরে অসুস্থ আছেন এবং অসুস্থ থাকাকালীন তিনি না চলতে পারতেন আর না কোন কাজ করতে পারতেন। এজন্য আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল, বিগত বছরে যখন ওয়াকফে জদিদের প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁর নিকট পাঁচ ডালাস ছিল যা কেউ তাঁকে সাদকা স্বরূপ দান করেছিল। সেই পাঁচ ডালাস তিনি ওয়াকফে জদিদে দিয়ে দেন। তিনি বলেন যে,- তার ফলে আল্লাহতাআলা তাঁর উপর এমন কৃপাবর্ষণ

করলেন যে, যে ব্যক্তি হাঁটাচলায় অসমর্থ ছিল সেই ব্যক্তির কাজ এত কল্যাণপূর্ণ হলো যে তাঁর কাছে এখন পশুর একটি পাল আছে ও চাষবাসের কাজ করেন এবং তিনি বলেন যে,- এ সব কিছু আল্লাহতাআলা কৃপাবশত: দান করেছেন যে আমার ফসলও ভালপ্রকার হচ্ছে এবং পশুর বিরাট পাল এসে গেছে এ সবকিছু খোদাতাআলার কৃপা।

ফিনল্যান্ডের এক ব্যক্তি লেখেন,- বিগত বছরে আমার ৫১০ ইউরো চাঁদার অঙ্গীকার ছিল, এ বছর আমি ভাবলাম আমার অবস্থা তত ভাল নয় তাই ১০০ ইউরো অঙ্গীকার লেখাই কারণ অতিরিক্ত দেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি বলেন,- আল্লাহতাআলা আমাকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে একদিন হঠাৎ আমার গাড়ী পথিমধ্যে খারাপ হয়ে যায় এবং সেটিকে পুন:নির্মাণের জন্য ওয়ার্কশপ পাঠালে যে বিল এল তা অতি বিশাল ছিল হুবুহু তত ছিল যতটা তিনি প্রথমে অঙ্গীকার করেছিলেন অর্থাৎ ৫১০ ইউরো। তাই গৃহে ফিরেই তিনি আল্লাহতাআলার দেয় শিক্ষাকে স্মরণ করে তৎক্ষণাৎ ওয়াকফে জদিদের অঙ্গীকার অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করে দেন।

সেরালিওন এর এক আহমদী মহিলা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তিনি বলেন,-মিশনারি সাহেব চাঁদার কথা বললে তিনি বলেন,- পূর্বে এ চাঁদা আদায় করে দিয়েছিলাম আর আমার নিকট কোন অর্থ ছিল না, তিনি বলেন যে আমার এক ভাই ছিলেন যে বহুদিন হতে খ্রীস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল এই কারণে যে আমিও যেন খ্রীস্টান হয়ে যাই এবং আমাকে ছেড়ে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে,- কষ্টের মধ্যে চাঁদা তো দান করে দিয়েছিলাম অবস্থা ভাল ছিল না হঠাৎ একদিন সেই ভাইয়ের ফোন আসে আর বলে যে, তুমি ঠিক আছ, নিঃসন্দেহে তুমি মুসলমান থাকতে চাও থাক, আহমদী থাকো আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু যেভাবে হোক আমার হৃদয়ে এর উদ্রেক হয়েছে যে আমি তোমাকে আর্থিক সাহায্য করি তাই তোমাকে কিছু অর্থ পাঠাচ্ছি বিরাট অঙ্কের ছিল তা এবং সে সেই অর্থ পাঠালো। ভাইয়ের সহিত সংযোগ স্থাপনের সাথে সাথে যোগাযোগও বহাল হয়।

ভারতের কোয়েম্বাটুর হতে এক মোবাল্লেগ জানাচ্ছেন যে,- এক বন্ধু তার মেয়ের জন্য গহনা কিনতে বাজারে যান। গহনা পছন্দ করছিলেন এমন সময় জুমআর নামাজের সময় এসে পড়ে। তিনি দোকানদারকে বলেন যে আমি নামাজ পড়ে আসছি তারপর গহনা ক্রয় করবো। জুমআয় আমার খোতবার সারাংশ শোনানো হয় যাতে তাহরিক এ জদিদের চাঁদার নববর্ষের ঘোষণা ছিল। তাতে চাঁদা সম্পর্কে বলা হলো এবং এক অন্ধ মহিলার আর্থিক ত্যাগের ঘটনার উল্লেখ ছিল। এটি শুনে সেই বন্ধুর উপর এমন প্রভাব পড়লো যে তিনি ওয়াকফে জদিদের যে অবশিষ্ট পরিশোধণীয় চাঁদা নামাজের পরই গহনা ক্রয়ের পরিবর্তে তা প্রদান করে দেন এবং মসজিদ হতে বাহিরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর নিকট এ ব্যাপারে জানালে তিনিও ভীষণ আনন্দিত হন এবং বলেন যে, খুতবা চলাকালীন আমিও এরূপ অভিপ্রেত করেছিলাম যে এই চাঁদাটি প্রদান করা যাক, আল্লাহতাআলা আমাদের মেয়ের জন্য গহনার ব্যবস্থা স্বয়ং করে দেবেন।

ভারতের শাহরানপুর হতে ইনস্পেকটর ওয়াকফে জদিদ লিখছেন যে, উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে ওয়াকফে জদিদের চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্তে এক আহমদী সদস্যের বাড়ী গেলাম তো তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, ঈদ সন্নিকটে, এবং আমার নিকট মাত্র ২০০টাকা আছে, চাইলে তুমি ঈদের পোষাক এ হতে কিনে নাও আর চাইলে চাঁদা প্রদান করে দাও। সে সময় সেই ব্যক্তির স্ত্রী বলেন যে,- প্রথমে চাঁদা দান করে দাও, পোষাক তো পরেও তৈরী হয়ে যাবে। এভাবে কয়েক মাস মাত্র পার হয়েছে সেই ব্যক্তির বাড়ীতে ইনি দ্বিতীয়বার চাঁদা আদায়ের জন্য গেলে তাঁর বাড়ী দেখে ভীষণ আনন্দিত হলেন। সেই ব্যক্তি বলেন যে,- আমরা যখন হতে সেই চাঁদা প্রদান করেছি তখন হতে আমাদের নিকট প্রচুর কাজ আসে, পূর্বে আমি নিজ জমিতে অন্যের ট্রাক্টার চালাতাম এখন আল্লাহতাআলা আমার উপর এমন কৃপাবারি করেছেন যে, আমি নিজস্ব ট্রাক্টার ক্রয় করেছি এবং কাজেও বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে।

ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ছিলেন এবং যে জন্য মানুষের দৃষ্টি হতে নিজেকে লুকিয়ে রাখছিলেন। এইভাবে গা ঢাকা দিয়ে তিনি নিজ প্রদেশ ছেড়ে হায়দ্রাবাদে গিয়ে পৌঁছালেন। যাইহোক যখন তার সম্পর্কে জানা গেল ও তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন হোল এবং মোবাল্লেগ সাহেব বা ইন্সপেক্টর সাহেব তাকে চাঁদার গুরুত্ব বিষয়ে জানান। যাইহোক সেই ব্যক্তি কোন না কোন উপায়ে নিজ চাঁদা আদায় করে দেয় এবং জামাতের সাথে যোগাযোগ রক্ষাও করলো। তিনি বলেন যে, পরবর্তীতে আল্লাহতাআলা এমন কৃপাবারি করলেন যে আয়ের উপায়ও হোল এবং আল্লাহর কৃপায় সমস্ত দেনাও শোধ করতে সক্ষম হোল এবং না শুধু দেনা শোধ হোল যার জন্য লুকিয়ে থাকছিলেন বরং সে বলল যে,-আমি আমার নিজস্ব বাড়ীও ক্রয় করে নিলাম। এবার সে চাঁদার অঙ্গীকার পূর্ব হতে কয়েক গুণ অধিক লিখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের ইন্সপেক্টর লিখছেন যে,- দার্জিলিং জামাতের এক সদস্য দশ বছর পূর্বে জামাতভূক্ত হন। আর্থিক ত্যাগের ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রণী থাকেন। এ বছর যখন ওয়াকফে জদিদের বাজেটের জন্য তাঁর নিকট পৌঁছাই তখন তিনি বলেন যে,- তাঁর পিতার অপারেশন ছিল যাতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায় যে জন্য বেশ অনটন চলছে। সেই ব্যক্তি ওয়াকফে জদিদের নিজ অঙ্গীকার যা কিনা বেশ বড় অঙ্কের লিখিয়েছিলেন বাইশ হাজার টাকা তা কম করে সতের হাজার টাকা করিয়ে দেন কিন্তু যখন চাঁদা সংগ্রহ করতে যাই তখন বাইশ হাজার প্রদান করেন। তিনি বলেন যে,- আমার হৃদয়ে এ কথাটি এল যে আমি কেন একটি পুণ্যকে যা

চালিত করে দিয়েছিলাম সেটিকে হ্রাস করি? সুতরাং এভাবেও আল্লাহতাআলা বিশ্বাসে দৃঢ়তাবৃদ্ধি করে থাকেন এবং স্বয়ং অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে যে তোমরা ত্যাগের ক্ষেত্রে অগ্রগন্য হও যাতে আল্লাহতাআলার কৃপাবারির অধিক অংশীদার হতে পার।

এরপর হুযূর (আইঃ) আফ্রিকার বেনিন, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, কঙ্গো, জার্মানী, কানাডা, তানজানিয়ার কিছু মহান জামাতের ওয়াকফে জদিদের চাঁদা দানের সুফলে ঘটিত কিছু ঈমানবর্ধক ঘটনার উল্লেখ করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন যে,- আঁ হযরত (সাঃ) বলেন যে,- যে ব্যক্তি নিজ সৎপথে উপার্জন হতে একটি খেজুরের বীজও দান করে, আল্লাহতাআলা সেটিকেও পাহাড়ে পরিণত করে দেন আবার তিনি এও বলেন যে,- একটি ক্ষুদ্র বাছুর যা কিনা বড় প্রাণীতে পরিণত হয় সেইভাবে সৎপথে উপার্জন হতে ত্যাগ করলে আল্লাহতাআলা বৃদ্ধি প্রদান করেন। সুতরাং এই দৃশ্য আল্লাহতআলা এই যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের সদস্যদের দেখান।

হুযূর আইঃ বলেন,- এবার আমি বিগত বছরের রিপোর্ট উপস্থাপন করছি। পাকিস্তানের পর যে দেশগুলি আছে তাদের মধ্যে এ বছর সর্ব প্রথমে আছে ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় আমেরিকা, তৃতীয় জার্মানী, চতুর্থ স্থানে আছে কানাডা, ভারত পঞ্চম, অষ্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ স্থানে, ইন্দোনেশিয়া সপ্তম, এভাবে একটি মধ্য প্রাচ্যের জামাত আছে তা অষ্টম স্থানে আছে, বেলজিয়াম নবম এবং ঘানা দশম স্থানে আছে।

স্থানীয় মুদ্রায় সংগ্রহের দিক হতে ঘানা সর্বপ্রথম স্থানে আছে। এরপর আমেরিকা পরে ইংল্যান্ড।

বৃহৎ জামাতের মধ্যে মাথা পিছু সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথমে একটি মধ্যপ্রাচ্যের জামাত আছে, পরে আমেরিকা, আবার মধ্য প্রাচ্যের আরেকটি জামাত, আবার চতুর্থ স্থানে আছে সুইজারল্যান্ড, পঞ্চম স্থানে ইংল্যান্ড, ষষ্ঠ স্থানে অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম স্থানে বেলজিয়াম, নবম স্থানে জার্মানী এবং দশম স্থানে কানাডা।

আল্লাহতাআলার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জদিদের বর্ধিত সদস্যসংখ্যার দিক হতে আফ্রিকা ছাড়া ভারত প্রথম স্থানে আছে এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা কিন্তু সবচেয়ে অধিক বর্ধিত হয়েছে আফ্রিকায়।

আমি এর পূর্বে কয়েকবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে আতফাল বিভাগের কাজ যেভাবে সম্মিলিতভাবে কানাডায় হচ্ছে সেভাবে অন্যান্য বৃহৎ দেশগুলিতেও এ প্রসঙ্গে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং কাজ করা উচিৎ। এ প্রসঙ্গে এও জানিয়ে দিই যে আতফাল বিভাগে কেবলমাত্র ওয়াকফে জদিদের খাতে অংশ নিতে সুযোগ দেওয়া হয় তাহরিক এ জদিদে নয়।

সম্মিলিত সংগ্রহের দিক হতে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে আছে কেরালা, দ্বিতীয় তামিলনাড়ু, তৃতীয় জম্মু-কাশ্মির, এভাবে ক্রমশঃ তেলাঙ্গানা, কর্ণাটক, পশ্চিবঙ্গ, ওড়িশা এরপর পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র। এরূপে জামাতীয়ভাবে সংগ্রহের দিক হতে প্রথম স্থানে আছে কালিকট, এরপর হায়দ্রাবাদ, পাথাপারিম, কাদিয়ান, কান্নুর টাউন, কোলকাতা, এরপর সোলোর, বাঙ্গালুরু, প্যাঙ্গাড়ি এবং ঋষিনগর।

আল্লাহতাআলা সমস্ত ত্যাগকারীদের ধনসম্পদে ও জনসংখ্যায় অসীম কল্যাণ ও বৃদ্ধিপ্রদান করুন এ বছর যেখানে আল্লাহতআলা পূর্ব হতে অধিক ত্যাগস্বীকারী করুন সেখানে তাদের সংখ্যাও বর্ধিত করুন।

সবশেষে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) দুটি জানাজা গায়েব এর নামাজের ঘোষণা দেন একটি মোকাররম মোহাম্মদ আসলাম শাদ মাংলা সাহেবের যিনি রাবোয়ায় ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন, অপরটি মোকার্‌রম আহমদ শের জোয়া সাহেব এর। হুযূর (আইঃ) তাঁদের পুণ্য কাজের ও সেবার উল্লেখও করেন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 8th January, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA